بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে তাকওয়ার ব্যাখ্যা এবং তা অর্জনের উপদেশ

জুম'আর দিন এমন একটি শুভ সময় রয়েছে যে, এতে করা দোয়া কবুল হয়।

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ২১ এপ্রিল, ২০২৩ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন:

রমযান অতিবাহিত হয়েছে এবং এমন অনেক লোক থাকবে যারা রমযানে ইবাদত করার এবং নিজের মধ্যে বিশেষ পরিবর্তন করার পরিকল্পনা করেছে কিন্তু তারা যেমনটি ভেবেছিল তা অনুসরণ করতে পারেনি। অনেকেই আমাকে এভাবে লেখেন।

তিনি বলেন: জুম'আ হল সেই বরকতময় দিন যেখানে এমন একটি মুহূর্ত আসে যখন দোয়া কবুলের বিশেষ সময় থাকে। সুতরাং, আমাদের রমযানের দিনগুলি আমরা যেভাবে চেয়েছিলাম বা একজন মুমিনের যেভাবে অতিবাহিত করা উচিত সেভাবে না গেলেও, তবুও আজও আমাদের অঙ্গীকার করা উচিত এবং দোয়া করা উচিত যে আল্লাহ্ তাআলা যেন আমাদের দুর্বলতাগুলির প্রতি কৃপাদৃষ্টি প্রদান করেন। মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে যেভাবে চান সেভাবে ধারাবাহিকভাবে জীবন পরিচালনা করার তৌফিক দান করেন। পরম করুণাময় আল্লাহ্ আমাদের দোয়া কবুলের জন্য তিনি এটা বলেননি যে, রমযান মাসে শুক্রবারে এমন একটি মুহূর্ত আছে যাতে দোয়া কবুল হয়, বরং তিনি জুম'আর সাধারণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন।

তাই আজ যদি আমরা আমাদের দোয়ায় অঙ্গীকার করি যে, এই রমযানের পরেও আমরা তাকওয়ার মান বৃদ্ধি করতে থাকব, আমরা তার জন্য চেষ্টা করব, আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা অব্যাহত রাখব, আগামী জুম'আ পর্যন্ত আমরা আল্লাহ্ তাআলার জন্য আমাদের ইবাদতের মানোন্নয়ন করতে থাকব,

অতঃপর প্রতি জুম'আর মধ্যবর্তী সময়টিকে ইবাদাত ও নেক আমল দিয়ে সাজিয়ে দ্বীনকে বিশ্বের উপর প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা করব, আগামী রমযান পর্যন্ত আমরা নিজেদের মধ্যে বিশুদ্ধ পরিবর্তন সৃষ্টির জন্য রমযান মাসের যে কর্মসূচী নিয়েছিলাম এবং কোনো কারণে তা পালন করতে পারিনি তা বাস্তবায়নের চেষ্টা চালিয়ে যাব। সুতরাং এই কাজগুলিই হৃদয়ে প্রকৃত তাকওয়া সৃষ্টি করে এবং যখন আমরা বিশুদ্ধ অন্তরে আমাদের ইবাদত-বন্দেগি ও কাজগুলো মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তখন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন যিনি পরম করুণাময়, ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু তিনি আমাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। তিনি আমাদের সেই বরকত দান করতে থাকবেন যা আমরা এই রমযানে কিছুটা হলেও কার্যকর করেছি।

তাই আসল কথা হলো তাকওয়া। প্রধান জিনিসটি হল সর্বশক্তিমান খোদার আদেশগুলি অবিচলভাবে অনুসরণ করা। আসল কথা হলো মহান আল্লাহ্‌কে ভয় করা এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা। যদি এমন হয় এবং আমরা এই পার্থিব জীবনে ফিরে না যাই, যেখানে আমরা দুনিয়ার উপর ধর্মকে প্রাধান্য দিতে ভুলে যাই, তাহলে এই রমযানে আমরা ইবাদত ও সংস্কারের জন্য যা কিছু করেছি, আল্লাহ্ তাআলা তা গ্রহণীয়তার মর্যাদা দান করে আমাদেরকে কল্যানময় করে তুলবেন।

তাই এই মূল বিষয় যা আমাদের সবসময় সামনে রাখা উচিত। এই লক্ষ্য অর্জনের বিষয়টি প্রতিটি আহমদীর সামনে সর্বদা থাকা উচিত এবং আমরা নিজেরাই যখন তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য জীবন যাপন করব, তখন আমরা আমাদের সন্তানদের এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামনেও সেসব দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে থাকব। ফলস্বরূপ পূণ্যকর্মের চেতনা এভাবে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সঞ্চারিত হতে থাকবে।

তাকওয়া হল সেই লক্ষ্য যার উপর হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম জোর দিয়েছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদকে (আ.) প্রেরণ করা হয়েছিল যাতে আমাদের তাকওয়ার মান উন্নত হয়। এক বার তিনি বলেন,"আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে যাতে আস্থা ও ঈমানের যুগ আবার ফিরে আসে এবং অন্তরে তাকওয়া জন্ম নেয়। এটিই কার্যত আমার অস্তিত্বের কারণ।" অতএব, তাঁর (আ.) এর যুগ, যা খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওতের যুগের উপর প্রতিষ্ঠিত, যার ধারা মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, এখানে কেবলমাত্র তাঁর (আ.) মান্যকারীরাই আছে, যাদেরকে সত্যের উপর অবিচল থেকে ইবাদতের সুউচ্চ মান প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর এই লক্ষ্যমাত্রা এক মাসের ইবাদত বা নেক আমল দ্বারা অর্জন করা যায় না। যদি আমরা আমাদের ইবাদত অব্যাহত রাখতে পারি, তবে তারাই সেই ব্যক্তি যাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে বলেছেন: 'আমি তোমার সাথে এবং তোমার প্রিয়জন স্নেহাস্পদদের সাথে আছি।' তাই আমরা যদি আমাদের জীবনকে এই ভাবে যাপন করি, তবে আমরা আমাদের কর্মের মাধ্যমে বিশ্বকে এই বার্তা দেব, যে আপনি যদি মহান আল্লাহ্‌র সাথে একটি জীবন্ত সম্পর্ক তৈরি করতে চান তবে আসুন! আর মহানবী (সা.) এর এই নিষ্ঠাবান সেবককে কবুল করুন।

সত্যিকারের তাকওয়া কী এবং এর অনুসরনকারীরা কেমন হয়ে থাকে এবং আল্লাহ্ তাদের সাথে কীভাবে আচরণ করেন সে সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন যে, প্রকৃত তাকওয়ার সাথে অজ্ঞতাকে একত্রিত করা যায় না। প্রকৃত তাকওয়া তার সাথে একটি জ্যোতি বহন করে, যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন: হে ঈমানদারগণ! আপনারা যদি তাকওয়া অবলম্বনে অধ্যবসায় করেন এবং মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য স্থির ও অবিচল থাকার গুণ অবলম্বন করেন, তাহলে মহান আল্লাহ্ আপনার এবং অন্যদের

মধ্যে পার্থক্য করে দেবেন। সেই পার্থক্যটি হল, আপনাকে একটি নূর প্রদান করা হবে, সেই নূর আপনার কাজ ও কথায় এবং আপনার ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সঞ্চারিত হবে, এবং আপনার চিন্তাধারা আলোকদীপ্ত হয়ে উঠবে, আপনার মধ্যে একপ্রকার জ্যোতি স্থান লাভ করবে। আপনার চোখ, আপনার কান, আপনার জিহ্বা এবং আপনার বক্তব্য এবং আপনার প্রতিটি নড়াচড়া এবং প্রশান্তি জ্যোতির্ময় হয়ে উঠবে। সুতরাং এটি এমন একটি অবস্থান যা একজন মুমিন ও ধার্মিক ব্যক্তির অর্জনের জন্য সর্বদা প্রচেষ্টা করা উচিত। রমযান শেষ হয়ে গেলেও আমরা এই অবস্থান অর্জনের চেষ্টা করতে পারি, ভাগ্যবান আমরা যারা এই অবস্থান অর্জন করব।

আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে এই যুগটি বিশেষ করে শয়তানের আক্রমণের যুগ এবং সে তার সমস্ত কৌশল, ধোঁকা এবং অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে চলেছে, এমতাবস্থায় আমাদেরকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকতে হবে। টিভি হোক, সোশ্যাল মিডিয়া বা অন্যান্য অনুষ্ঠান, বাচ্চাদের স্কুল হোক বা তাদের অনুষ্ঠান, সর্বত্রই শয়তান দাজ্জালের মাধ্যমে এমন এক ফাঁদ বুনেছে যা আল্লাহ্‌র রহমত ছাড়া পরিত্রাণ পাওয়া অসম্ভব। এই সময়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগ হল শয়তানের আক্রমণ থেকে আমাদের সন্তানদের রক্ষা করা। এ জন্য অভিভাবক ও জামাতীয় ব্যবস্থাপনাকেও চেষ্টা করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে প্রতিটি বিবেকবান প্রাপ্তবয়স্ক আহমদীর তাকওয়ার উচ্চ মান অর্জন করা উচিত, তবেই আমরা শয়তানের এই আক্রমণ থেকে আমাদের প্রজন্মকে রক্ষা করতে সক্ষম হব। রমযানের পর বসে না থেকে কুরআন ও ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধির চেষ্টা করা উচিত।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, এটা সত্য যে, তিনি আমার অনুসারীদের কেয়ামত পর্যন্ত আমার অস্বীকারকারী ও বিরোধীদের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করবেন। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, প্রত্যেক ব্যক্তি কেবলমাত্র আমার প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার (বয়াত) করে অনুসারীদের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না সে নিজের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আনুগত্যের অবস্থা গড়ে তোলে। তিনি (আ.) বলেছেন: এটা পরিষ্কার হওয়া উচিত যে, কেবল মৌখিকভাবে আনুগত্য স্বীকার করা কিছুই নয় যদি না তা হৃদয়ের আন্তরিকতা এবং দোয়ার সাথে সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত না হয়। অতএব, যে ব্যক্তি আমার শিক্ষাকে পূর্ণরূপে মেনে চলে সে আমার গ্রহে প্রবেশ করবে। সর্বশক্তিমান খোদার বাণী যে, **ইন্নি উহাফিযু কুল্লা মান ফিদ্‌দার** অর্থাৎ আমি তোমার গৃহের চার দেওয়ালের মধ্যে যারা আছে তাদের রক্ষা করব।

হুযুর (আ.) বলেন, আপনি ইতিমধ্যেই জানেন যে **'লা হাওল'** থেকে শয়তান পলায়ন করে। কিন্তু সে এত সহজ নয় যে শুধু মুখে মুখে 'লা হাওল' বললে পালিয়ে যাবে। আসল কথা এই যে, যারা 'লা হাওল'র প্রতিটি অংশে মগ্ন থাকে এবং যারা সর্বদা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য ও সমর্থন কামনা করে এবং তাঁর কাছ থেকে আশীর্বাদ লাভ করে, তারাই শয়তানের হাত থেকে রক্ষা পায়।

এক পর্যায়ে তিনি (আ.) বলেন যে দোয়ায় একটি চৌম্বকীয় প্রভাব আছে, এটি নিজের প্রতি করুণা এবং অনুগ্রহ আকর্ষণ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনো ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কিতাবকে অগ্রগন্য রাখে এবং সে অনুযায়ী আমল না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার নামায সময়ের অপচয় মাত্র। হুযুর আনোয়ার বলেন, একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নামায হলো ইবাদতের মজ্জা। তাই আমরা যখন এই মজ্জা পাওয়ার চেষ্টা করব, তখন আমরা সেই ব্যক্তি হয়ে যাব যারা নামায ও ইবাদতের হক আদায় করে। তারাই আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করবে। অন্যথায় বাহ্যিক নামায কোন উপকারে আসে না। এমন অসংখ্য নামাযি আছে যারা মসজিদে গিয়ে নামায পড়ে এবং তারপর নৃশংসতা, অনাচার করে বেড়ায়।

আমাদের নামায কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, এটা মনে রাখা উচিত যে, নামাযই এমন জিনিস যার দ্বারা সমস্ত অসুবিধা সহজসাধ্য হয় এবং সমস্ত বিপদ দূর হয়। কিন্তু নামায বলতে সেই প্রার্থনা বোঝায় না যা সাধারণ মানুষ আচার হিসেবে পাঠ করে, বরং এর অর্থ হল সেই নামায যার দ্বারা ব্যক্তির হৃদয় নমনীয় হয়ে ওঠে এবং তৌহিদের আস্তানায় পড়ে বিগলিত হয়।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে নামায পড়ার তৌফিক দান করুন। আসুন আমরা আমাদের প্রজন্মকে এমন ইবাদতে অভ্যস্ত করি যা তাদের বেঁচে থাকা এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে সুনিশ্চিত করবে। দাজ্জালকে এই যুগে ধ্বংস করতে হবে, এটাই প্রতিশ্রুত মসীহের (আ.) প্রতি আল্লাহ্ তাআলার অঙ্গীকার। আমরা যদি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর জামাতে শরীক হওয়ার হক যারা আদায় করে চলেছে তাদের সাথে যোগ দিতে পারি তবে এটা আমাদের সৌভাগ্য। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

পাকিস্তানের আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্ তাদেরকে দুষ্ট ও বিরোধীদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। পাকিস্তানে বসবাসরত আহমদীদেরও নিজেদের জন্য দোয়া করা উচিত। তিন বা চার দিন বা এক সপ্তাহের জন্য দোয়া নয়, বরং অবিরাম দোয়া। সর্বশক্তিমান খোদার আদেশ অনুসারে আপনার জীবনকে মানিয়ে নেওয়ার অঙ্গীকার করুন। বুরকিনা ফাঁসো, বাংলাদেশ, আলজেরিয়া এবং বিশ্বের প্রতিটি দেশে বসবাসরত আহমদীদের জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্ প্রত্যেক আহমদীকে শত্রুর অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত করুন। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের নিজেদের মধ্যে বিশুদ্ধ পরিবর্তন সৃষ্টি করার এবং দোয়া করার এবং তারপর এই দোয়াগুলো কবুল করার তৌফিক দান করুন।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
21 April 2023
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in